সংবাদ

তারিখ 23 DEC 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি

এক লাখ টাকা মনিটরিং ফি নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে

রাকিব উদ্দিন

এক লাখ টাকা মনিটরিং ফি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দ্বন্দ্ব চরমে। প্রায় অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইউজিসির চাহিদা অনুযায়ী মনিটরিং ফি এক লাখ টাকা প্রদান করেছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউজিসি বলছে, সবাইকে মনিটরিং ফি দিতে হবে। যারা দেবে না তাদের মধ্যে নিশ্চই গলদ আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা অভিযোগ করেছেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার টাকা চাওয়া চাঁদা চাওয়ার শামিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম কীভাবে চলছে তা দেখভালের দায়িত্ব সরকারের। মনিটরিংয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয়ও সরকার বহন করতে।

প্রসঙ্গত এবারও ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এক লাখ টাকা করে চেয়েছে ইউজিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ ফি হিসেবে এ টাকা চাওয়া হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত, মালিকানা বিরোধ ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও ফি চাওয়া টাকা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

টাকা : মনিটরিং

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) সহসভাপতি ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার সংবাদকে বলেছেন, 'অনৈতিকভাবে গত বছরও আমাদের কাছে এক লাখ টাকা করে চেয়েছিল ইউজিসি। কিন্তু আমরা দেয়নি। কারণ মনিটরিং ফি হিসেবে সরকারকে টাকা দেয়াটা অনৈতিক। তা দেয়া হবে না। এ বিষয়ে সমিতির সিদ্ধান্ত দু'একদিনের মধ্যে চিঠি দিয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে দেয়া হবে'।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী সংবাদকে বলেছেন, 'অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই ফি প্রদান করেছে। সবাইকেই ওই ফি দিতে হবে। যারা ওই ফি দেবে না তাদের অবশ্যই আমাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় একাডেমিক ডাটা (তথ্য-উপাত্ত) সরবরাহ করতে হবে'।

তিনি বলেন, 'অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের তাদের একাডেমিক তথ্য বিশেষ করে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষক আছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, নিজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা কি, পড়ালেখা শেষ করে ছাত্রছাত্রীরা চাকরি পায় কি না এসব তথ্য দেয় না। এগুলো সংগ্রহ করতেই আমাদের বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে মনিটরিং ফি চাওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'যারা ফি দেবে না, সেখানে নিশ্চয়ই কিছু গলদ আছে। আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।'

'দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষে ইউজিসির মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউজিসির অনুকূলে মনিটরিং ফি প্রদান শীর্ষক সিদ্ধান্তটি ২১ নভেম্বর ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য এক লাখ টাকা পাঠানোর জন্য ২০১১ সালের ১১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুরোধ করা হয়। পরে এ বছরে ৫ জানুয়ারি ফের অনুরোধপত্র দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। প্রায় অর্ধেক (নতুনগুলো ছাড়া) বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অনুকূলে কোন টাকা পাঠায়নি। ২৪-২৫টি প্রতিষ্ঠান ইউজিসির চাহিদা অনুযায়ী এক লাখ টাকা করে ফি প্রদান করেছে।

ইউজিসির চিঠিতে বলা হয়েছে, 'অতি সম্প্রতি কমিশনের ২০১১-১২ অর্থবছরের যাবতীয় লেনদেনের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং মনিটরিং ফি বাবদ ধার্যকৃত এ অর্থ না পাওয়ায় কমিশনের বিপুল পরিমাণ অর্থের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে মর্মে ওই অডিট টিম আপত্তি করেছে। এ বিষয়ে কমিশনকে জবাবদিহিতাও করতে হয়েছে। তাই ২০১১-১২ অর্থবছরের মনিটরিং ফি বাবদ ধার্যকৃত এক লাখ টাকা ইউজিসির অনুকূলে পে-অর্ডারের আকারে ২৯ নভেম্বরের (গত মাস) মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়।

এ বিষয়ে প্রাইম ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আবুল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'আমরা এরই মধ্যে ইউজিসির চাহিদা মোতাবেক মনিটরিং ফি এক লাখ টাকা প্রদান করেছি'।

যাদের কাছে ফি চাওয়া হয় : ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইস্ট ওয়েস্ট, এশিয়া প্যাসিফিক, গণবিশ্ববিদ্যালয়, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি, মানরাজ ইন্টারন্যাশনাল, দিঘির ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, শান্ত মারিয়াম, দি মিলেনিয়াম, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, মেট্রোপলিটান, ভিক্টোরিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আশা ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটি।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, [illegible] অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগের অভিযোগ আছে। এর মধ্যে দারুল ইহসানের মালিকানা নিয়েও বিরোধ চলছে। অথচ ইউজিসি মনিটরিং ফি চেয়েছে এক [illegible] কাছে। প্রতিষ্ঠার প্রায় ৯ বছরেও আইন-কানুন-[illegible] কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়নি ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি। এরপরও [illegible] নেই ইউজিসির মনিটরিং কার্যক্রম। অথচ সেগুলোর [illegible]